BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

BUKHARI SHARIF (6TH VOLUME)

www.banglainternet.com

PART : AMBIA KIRAM (A) part5 [End Part]

একটি গ্রহণ করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, (ঠিক আছে) তবে মূল্যের বিনিময়ে। আয়েশা (রা) বলেন, আমরা তাঁদের জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা দ্রুততার সহিত সম্পন্ন করলাম এবং একটি থলের মধ্যে, তাঁদের খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করে দিলাম। আমার বোন আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) তার কোমর বন্ধের কিছু অংশ কেটে সে থলের মুখ বেঁধে দিলেন। এ কারণেই তাঁকে 'জাতুন নেতাক' (কোমর বন্ধ বিশিষ্ট) বলা হত। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবূ বকর (রা) (রওয়ান হয়ে) সাওর পর্বতের একটি গুহায় আশ্রয় নিলেন। তাঁরা সেখানে তিনটি রাত অবস্থান করলেন। আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ বকর (রা) তাঁদের পাশেই রাত্রি যাপন করতেন। তিনি ছিলেন একজন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন তরুণ। তিনি শেষ রাত্রে ওখান থেকে বেরিয়ে মক্কায় রাত্রি যাপনকারী কুরাইশদের সহিত ভোর বেলায় মিলিত হতেন এবং তাঁদের দু'জনের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র করা হত তা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন, ও স্মরণ রাখতেন। যখন আঁধার ঘনিয়ে আসত তখন তিনি সংবাদ নিয়ে তাঁদের উভয়ের কাছে যেতেন। আবূ বকর (রা)-এর গোলাম আমির ইব্ন যুহাইরা তাঁদের কাছেই দুধালো বকরীর পাল চড়িয়ে বেড়াত। রাত্রের কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর সে বকরীর পাল নিয়ে তাঁদের নিকটে যেত এবং তাঁরা দু'জন দুধ পান করে আরামে রাত্রিযাপন করতেন। তাঁরা বকরীর দুধ দোহন করে সাথে সাথেই পান করতেন। তারপর শেষ রাতে আমির ইব্ন ফুহাইরা বকরীগুলি হাঁকিয়ে নিয়ে যেত। এ তিনটি রাতের প্রত্যেক রাতে সে এরূপই করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ বকর (রা) বনী আবদ ইব্ন আদি গোত্রের এক ব্যক্তিকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে 'খির্‌রীত' পথ প্রদর্শক হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন। পারদর্শী পথ প্রদর্শককে 'খির্‌রীত' বলা হয়। আদী গোত্রের সাথে তার বন্ধুত্ব ছিল। সে ছিল কাফির কুরাইশের ধর্মাবলম্বী। তাঁরা উভয়ে তাকে বিশ্বস্ত মনে করে তাঁদের উট দু'টি তার হাতে দিয়ে দিলেন এবং তৃতীয় রাত্রের পরে সকালে উট দু'টি সাওর গুহার নিকট নিয়ে আসার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলেন। আর সে যথা সময়ে তা পৌঁছিয়ে দিল। আর আমির ইব্ন ফুহাইরা ও পথপ্রদর্শক তাঁদের উভয়ের সঙ্গে চলল। প্রদর্শক তাঁদের নিয়ে উপকূলের পথ ধরে চলতে লাগল। ইব্ন শিহাব (র) ..... বলেন, আবদুর রাহমান ইব্ন মালিক মুদলেজী আমাকে বলেছেন, তিনি সুরাকা ইব্ন মালিকের ভ্রাতুষ্পুত্র। তার পিতা তাকে বলেছেন, তিনি সুরাকা ইব্ন জু'শুমকে বলতে শুনেছেন যে, আমাদের নিকট কুরাইশী কাফিরদের দূত আসল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবূ বকর (রা) এ দুই জনের যে কোন একজনকে যে হত্যা করবে অথবা বন্দী করতে পারবে তাকে (একশ উট) পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা দিল। আমি আমার কওম বনী মুদলীজের এক মজলিসে বসা ছিলাম। তখন তাদের নিকট থেকে এক ব্যক্তি এসে আমাদের নিকটে দাঁড়াল। আমরা বসাই ছিলাম। সে বলল, হে সুরাকা, আমি এই মাত্র উপকূলের পথে কয়েকজন মানুষকে যেতে দেখলাম। আমার ধারণা, এরা মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর সহগামীগণ হবেন। সুরাকা বলেন, আমি বুঝতে পারলাম যে এঁরা তাঁরাই হবেন। কিন্তু তাকে বললাম, এরা তাঁরা নয়, বরং তুমি অমুক অমুককে দেখেছ। এরা এই মাত্র আমাদের সম্মুখ দিয়ে চলে গেল। তারপর আমি কিছুক্ষণ মজলিসে অবস্থান করে (বাড়ী) চলে এলাম এবং আমার দাসীকে আদেশ করলাম, তুমি আমার ঘোড়াটি বের করে নিয়ে যাও এবং অমুক টিলার আড়ালে ঘোড়াটি ধরে দাঁড়িয়ে থাক। আমি আমার বর্শা হাতে নিলাম এবং বাড়ীর পিছন দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বর্শাটির এক প্রান্ত হাতে ধরে অপর প্রান্ত মাটি সংলগ্ন অবস্থায় আমি টেনে নিয়ে চলছিলাম ঐ অবস্থায় বর্শার মাটি সংলগ্ন অংশ দ্বারা মাটির উপর রেখাপাত করতে করতে আমার ঘোড়ার নিকট গিয়ে

banglainternet.com

পৌছলাম এবং ঘোড়ায় আরোহণ করে তাকে খুব দ্রুত ছুটালাম। সে আমাকে নিয়ে ছুটে চলল। আমি প্রায় তাদের নিকট পৌছে গেলাম, এমন সময় আমার ঘোড়াটি হোঁচট খেয়ে আমাকে নিয়ে পড়ে গেল। আমিও তার পিঠ থেকে ছিটকে পড়লাম। তারপর আমি উঠে দাঁড়ালাম এবং তূণের দিকে হাত বাড়ালাম এবং তা থেকে তীরগুলি বের করলাম ও তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে ভাগ্য পরীক্ষা করে নিলাম যে আমি তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবো কি না। তখন তীরগুলি দুর্ভাগ্যবশতঃ এমনভাবে বেরিয়ে এল যে, ভাগ্য নির্ধারণের বেলায় এমনটি হওয়া পছন্দ করি না। আমি পুনরায় ভাগ্য পরীক্ষার ফলাফল অমান্য করে অশ্বারোহণ করে সম্মুখ দিকে অগ্রসর হতে লাগলাম। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এত নিকটবর্তী হয়ে গেলাম যে তাঁর তিলাওয়াতের আওয়ায শুনতে পাচ্ছিলাম। তিনি (আমার দিকে) ফিরে তাকাচ্ছিলেন কিন্তু আবূ বকর (রা) বার বার তাকিয়ে দেখছিলেন। এমন সময় হঠাৎ আমার ঘোড়ায় সামনের পা দু'টি হাঁটু পর্যন্ত মাটিতে গেড়ে গেল এবং আমি তার উপর থেকে পড়ে গেলাম। তখন ঘোড়াটিকে ধমক দিলাম, সে দাঁড়াতে ইচ্ছা করল, কিন্তু পা দু'টি বের করতে পারছিল না। অবশেষে যখন ঘোড়াটি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল, তখন হঠাৎ তার সামনের পা দুটি যেস্থানে গেড়ে ছিল সেস্থান থেকে ধুঁয়ার ন্যায় ধূলি আকাশের দিকে উঠতে লাগল। তখন আমি তীর দিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করলাম। এবারও যা আমার অপছন্দনীয় তা-ই প্রকাশ পেল। তখন উচ্চস্বরে তাঁদের নিরাপত্তা চাইলাম। এতে তাঁরা থেমে গেলেন এবং আমি আমার ঘোড়ায় আরোহণ করে এলাম। আমি যখন ইত্যাকার অবস্থায় বার বার বাধাপ্রাপ্ত ও বিপদে পতিত হচ্ছিলাম তখনই আমার অন্তরে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছিল যে রাসূল ﷺ-এর এ মিশনটি অচিরেই প্রভাব বিস্তার করবে। তখন আমি তাঁকে বললাম আপনার কওম আপনাকে ধরে দিতে পারলে একশ উট পুরস্কার ঘোষণা করেছে। মক্কায় কাফিরগণ তাঁর সম্পর্কে যে ইচ্ছা করেছে তা তাঁকে জানালাম। এবং আমি তাদের জন্য কিছু খাবার ও অন্যান্য সামগ্রী পেশ করলাম। তাঁরা তা থেকে কিছুই নিলেন না। আর আমার কাছে এ কথা ছাড়া কিছুই চাইলেন না, আমাদের সংবাদটি গোপন রেখ। এরপর আমি আমাকে একটি নিরাপত্তা লিপি লিখে দেওয়ার জন্য তাঁকে অনুরোধ করলাম। তখন তিনি আমের ইব্ন ফুহাইরাকে আদেশ করলেন। তিনি একখন্ড চামড়ায় তা লিখে দিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ রওয়ানা দিলেন। ইব্ন শিহাব (র) বলেন, উরওয়া ইব্ন যুবায়র (রা) আমাকে বলেছেন, পথিমধ্যে যুবায়রের সঙ্গে নবী ﷺ-এর সাক্ষাত হয়। তিনি মুসলমানদের একটি বাণিজ্যিক কাফেলার সাথে সিরিয়া থেকে ফিরছিলেন। তখন যুবায়র (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবূ বকর (রা) কে সাদা রঙ্গের পোশাক দান করলেন। এদিকে মদীনায় মুসলিমগণ শুনলেন যে নবী ﷺ মক্কা থেকে মদীনার পথে রওয়ানা হয়েছেন। তাই তাঁরা প্রত্যহ সকালে মদীনার (বাইরে) হাররা পর্যন্ত গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন, দুপুরে রোদ প্রখর হলে তারা ঘরে ফিরে আসতেন। একদিন তারা পূর্বাপেক্ষা অধিক সময় অপেক্ষা করার পর নিজ নিজ গৃহে ফিরে গেলেন। এমন সময় একজন ইয়াহূদী তার নিজ প্রয়োজনে একটি টিলায় আরোহণ করে এদিক ওদিক কি যেন দেখছিল। তখন সে নবী ﷺ ও তাঁর সাথী সঙ্গীদেরকে সাদা পোশাক পরিহিত অবস্থায় মরীচিকাময় মরুভূমির উপর দিয়ে আগমন করতে দেখতে পেল। ইয়াহূদী তখন নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে উচ্চস্বরে চীৎকার করে বলে উঠল, হে আরব সম্প্রদায়! এইতো সে ভাগ্যবান ব্যক্তি– যার জন্য তোমরা অপেক্ষা করছ। মুসলিমগণ তাড়াতাড়ি হাতিয়ার তুলে নিয়ে এবং মদীনার হাররার উপকণ্ঠে গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ সঙ্গে মিলিত হলেন। তিনি

banglainternet.com

সকলকে নিয়ে ডানদিকে মোড় নিয়ে বনী আমর ইব্ন আউফ গোত্রে অবতরণ করলেন। এদিনটি ছিল রবিউল আউওয়াল মাসের সোমবার। আবূ বকর (রা) দাঁড়িয়ে লোকদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ নীরব রইলেন। আনসারদের মধ্য থেকে যাঁরা এ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ কে দেখেন নি তাঁরা আবূ বকর (রা) এর কাছে সমবেত হতে লাগলেন, তারপর যখন রৌদ্রতাপ নবীজীর ﷺ উপর পড়তে লাগল এবং আবূ বকর (রা) অগ্রসর হয়ে তাঁর চাদর দিয়ে নবী ﷺ উপর ছায়া করে দিলেন। তখন লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে চিনতে পারল। নবী ﷺ আমর ইব্ন আউফ গোত্রে দশদিনের চেয়ে কিছু বেশী সময় অতিবাহিত করলেন এবং সে মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন, যা (কুরআনের ভাষায়) তাক্ওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত! রাসূলুল্লাহ ﷺ এতে সালাত আদায় করেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উটে আরোহণ করে রওয়ানা হলেন। লোকেরাও তাঁর সঙ্গে চলতে লাগলেন। মদীনায় (বর্তমান) মসজিদে নব্বীর স্থানে পৌছে উটটি বসে পড়ল। সে সময় ঐ স্থানে কতিপয় মুসলিম সালাত আদায় করতেন। এ জায়গাটি ছিল আসআদ ইব্ন যুরারার আশ্রয়ে পালিত সাহল ও সুহায়েল নামক দু'জন ইয়াতীম বালকের খেজুর শুকাবার স্থান। রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে নিয়ে উটটি যখন এস্থানে বসে পড়ল, তখন তিনি বললেন, ইনশাআল্লাহ, এ স্থানটিই হবে মানযিল। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই বালক দু'টিকে ডেকে পাঠালেন এবং মসজিদ নির্মাণের জন্য তাদের নিকট জায়গাটি মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয়ের আলোচনা করলেন। তারা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! বরং এটি আমরা আপনার জন্য বিনামূল্যে দিচ্ছি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের কাছ থেকে বিনামূল্যে গ্রহণে অসম্মতি জানালেন এবং অবশেষে স্থানটি তাদের থেকে খরীদ করে নিলেন। তারপর সেই স্থানে তিনি মসজিদ নির্মাণ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদ নির্মাণকালে সাহাবা কেরামের সঙ্গে ইট বহন করছিলেন এবং ইট বহনের সময় তিনি আবৃত্তি করছিলেন এ বোঝা খায়বারের (খাদ্যদ্রব্য) বোঝা বহন নয়। ইয়া রব, এর বোঝা অত্যন্ত পুণ্যময় ও অতি পবিত্র। তিনি আরো বলছিলেন, ইয়া আল্লাহ! পরকালের প্রতিদানই প্রকৃত প্রতিদান। সুতরাং আনসার ও মুহাজিরদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। নবী ﷺ জনৈক মুসলিম কবির কবিতা আবৃত্তি করেন, যার নাম আমাকে বলা হয়নি। ইব্ন শিহাব (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কবিতাটি ছাড়া অপর কোন পূর্ণাঙ্গ কবিতা পাঠ করছেন বলে, কোন বর্ণনা আমার কাছে পৌছেনি।

٣٦٢٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ اَبِيْهِ وَفَاطِمَةَ عَنْ اَسْمَاءَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا صَنَعْتُ سُفْرَةً لِلنَّبِىِّ ﷺ وَاَبِىْ بَكْرٍ حِيْنَ اَرَادَا الْمَدِيْنَةَ فَقُلْتُ لِاَبِىْ مَا اَجِدُ شَيْئًا اَرْبِطُهُ اِلَّا نِطَاقِىْ قَالَ فَشُقِّيْهِ فَفَعَلْتُ فَسُمِّيَتْ ذَاتَ النِّطَاقَيْنِ -

banglainternet.com

৩৬২৬ আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ শায়বা (র) ..... আসমা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এবং আবূ বকর (রা) যখন মদীনায় যাওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন আমি তাঁদের জন্য সফরের খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত

করলাম। আর আমার পিতাকে বললাম, থলের মুখ বেঁধে দেয়ার জন্য আমার কোমরবন্দ ব্যতীত অন্য কিছু পাচ্ছি না (এখন কি করি) তিনি বললেন, এটি তুমি টুকরো করে নাও। আমি তাই করলাম। এ কারণে আমার নাম হয়ে গেল, 'যাতুন্ নেতাকাইন' (কোমরবন্দ দুই ভাগে বিভক্তকারিণী)।

٣٦٢٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا اَقْبَلَ النَّبِىُّ ﷺ اِلَى الْمَدِيْنَةِ تَبِعَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ فَسَاخَتْ بِهِ فَرَسُهُ قَالَ ادْعُ اللّٰهَ لِىْ وَلَا اَضُرُّكَ فَدَعَا لَهُ قَالَ فَعَطَشَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَمَرَّ بِرَاعٍ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ فَاَخَذْتُ قَدَحًا فَحَلَبْتُ فِيْهِ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ فَاَتَيْتُهُ فَشَرِبَ حَتّٰى رَضِيْتُ –

৩৬২৭ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র) ..... বারা' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নবী ﷺ মদীনার দিকে যাচ্ছিলেন তখন সুরাকা ইব্ন মালিক ইব্ন জুশাম তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে। নবী করীম ﷺ তার জন্য বদ্দু'আ করলেন। ফলে তার ঘোড়াটি তাকেসহ মাটিতে দেবে গেল। তখন সে বলল, আপনি, আল্লাহ্র কাছে আমার জন্য দু'আ করুন। আমি আপনার কোন ক্ষতি করব না। নবী ﷺ তার জন্য দু'আ করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, এক সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ পিপাসার্ত হলেন। তখন তিনি এক রাখালের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলেন, তখন আমি একটি পেয়ালা নিয়ে এতে কিছু দুধ দোহন করে নবী ﷺ কাছে নিয়ে এলাম, তিনি এমনভাবে তা পান করলেন যে, আমি তাতে খুশী হলাম।

٣٦٢٨ حَدَّثَنِىْ زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَسْمَاءَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَتْ فَخَرَجْتُ وَاَنَا مُتِمٌّ فَاَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فَنَزَلْتُ بِقُبَاءٍ فَوَلَدْتُهُ بِقُبَاءٍ ثُمَّ اَتَيْتُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ فَوَضَعْتُهُ فِىْ حَجْرِهِ ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَغَهَا ثُمَّ تَفَلَ فِىْ فِيْهِ فَكَانَ اَوَّلَ شَىْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيْقُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ حَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ ، وَكَانَ اَوَّلَ مَوْلُوْدٍ وُلِدَ فِى الْاِسْلَامِ

banglainternet.com

تَابَعَهُ خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَسْمَاءَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا هَاجَرَتْ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهِيَ حُبْلٰى -

৩৬২৮ যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) ..... আসমা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তখন তাঁর গর্ভে ছিলেন আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়ের, তিনি বলেন, আমি এমন সময় হিজরত করি যখন আমি আসন্ন প্রসবা। আমি মদীনায় এসে কুবাতে অবতরণ করি। এ কুবায়ই আমি পুত্র সন্তানটি প্রসব করি। এরপর আমি তাকে নিয়ে নবী ﷺ -এর কাছে এসে তাঁর কোলে দিলাম। তিনি একটি খেজুর আনালেন এবং তা চিবিয়ে তার মুখে দিলেন। কাজেই সর্বপ্রথম যে বস্তুটি আবদুল্লাহর পাকস্থলীতে প্রবেশ করল তা হল নবী ﷺ -এর থুথু। নবী ﷺ চিবান খেজুরের সামান্য অংশ নবজাতকের মুখের ভিতর-এর তালুর অংশে লাগিয়ে দিলেন। এরপর তার জন্য দু'আ করলেন এবং বরকত কামনা করলেন। তিনি হলেন প্রথম নবজাতক সন্তান যিনি (হিজরতের পর) মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। খালিদ ইব্‌ন মাখলদ (র) উক্ত রেওয়াত বর্ণনায় যাকারিয়া ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র) এর অনুসরণ করেছেন। এতে রয়েছে যে, আসমা (রা) গর্ভাবস্থায় হিজরত করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আসেন।

٣٦٢٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ اَبِيْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اَوَّلُ مَوْلُوْدٍ وُلِدَ فِي الْاِسْلَامِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ اَتَوْا بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَاَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ تَمْرَةً فَلَاكَهَا ثُمَّ اَدْخَلَهَا فِيْ فِيْهِ فَاَوَّلُ مَا دَخَلَ بَطْنَهُ رِيْقُ النَّبِيِّ ﷺ -

৩৬২৯ কুতায়বা (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (মদীনায় হিজরতের পর) মুসলিম পরিবারে সর্বপ্রথম আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়েরই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা তাকে নিয়ে নবী ﷺ -এর কাছে এলেন। তিনি একটি খেজুর নিয়ে তা চিবিয়ে তার মুখে দিলেন। সুতরাং সর্বপ্রথম যে বস্তুটি তার পেটে প্রবেশ করল তা নবী ﷺ -এর থুথু।

٣٦٣٠ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَقْبَلَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْمَدِيْنَةِ وَهُوَ مُرْدِفٌ اَبَا بَكْرٍ وَاَبُوْ بَكْرٍ شَيْخٌ يُعْرَفُ وَنَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ شَابٌّ لَا يُعْرَفُ قَالَ فَيَلْقَى الرَّجُلُ اَبَا

banglainternet.com

بَكْرٍ فَيَقُوْلُ يَااَبَا بَكْرٍ مَنْ هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْكَ ؟ فَيَقُوْلُ هٰذَا الرَّجُلُ يَهْدِيْنِىْ الطَّرِيْقَ ، قَالَ فَيَحْسِبُ الْحَاسِبُ اَنَّهُ اِنَّمَا يَعْنِىْ الطَّرِيْقَ وَاِنَّمَا يَعْنِىْ سَبِيْلَ الْخَيْرِ فَالْتَفَتَ اَبُوْ بَكْرٍ فَاِذَا هُوَ بِفَارِسٍ قَدْ لَحِقَهُمْ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا فَارِسٌ قَدْ لَحِقَ بِنَا فَالْتَفَتَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اللّٰهُمَّ اصْرَعْهُ فَصَرَعَهُ الْفَرَسُ ثُمَّ قَامَتْ تُحَمْحِمُ فَقَالَ يَانَبِىَّ اللّٰهِ ﷺ مُرْنِىْ بِمَ شِئْتَ ، قَالَ فَقِفْ مَكَانَكَ لاَتَتْرُكَنَّ اَحَدًا يَلْحَقُ بِنَا قَالَ فَكَانَ اَوَّلَ النَّهَارِ جَاهِدًا عَلٰى نَبِىِّ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ اٰخِرَ النَّهَارِ مَسْلَحَةً لَهُ فَنَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَانِبَ الْحَرَّةِ ثُمَّ بَعَثَ اِلَى الْاَنْصَارِ فَجَاؤُا اِلٰى نَبِىِّ اللّٰهِ ﷺ فَسَلَّمُوْا عَلَيْهِمَا وَقَالُوْا ارْكَبَا اٰمِنَيْنِ مُطَاعَيْنِ ، فَرَكِبَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَحَفُّوْا دُوْنَهُمَا بِالسِّلاَحِ ، فَقِيْلَ فِى الْمَدِيْنَةِ : جَاءَ نَبِىُّ اللّٰهِ جَاءَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ اَشْرَفُوْا يَنْظُرُوْنَ وَيَقُوْلُوْنَ : جَاءَ نَبِىُّ اللّٰهِ ، جَاءَ نَبِىُّ اللّٰهِ فَاَقْبَلَ يَسِيْرُ حَتّٰى نَزَلَ جَانِبَ دَارِ اَبِىْ اَيُّوْبَ ، فَاِنَّهُ لَيُحَدِّثُ اَهْلَهُ اِذْ سَمِعَ بِهٖ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ وَهُوَ فِىْ نَخْلٍ لِاَهْلِهٖ يَخْتَرِفُ لَهُمْ فَعَجِلَ اَنْ يَّضَعَ الَّذِىْ يَخْتَرِفُ لَهُمْ فِيْهَا فَجَاءَ وَهِىَ مَعَهُ فَسَمِعَ مِنْ نَبِىِّ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى اَهْلِهٖ فَقَالَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ بُيُوْتِ اَهْلِنَا اَقْرَبُ ، فَقَالَ اَبُوْ اَيُّوْبَ اَنَا يَانَبِىَّ اللّٰهِ هٰذِهٖ دَارِىْ وَهٰذَا بَابِىْ ، قَالَ فَانْطَلِقْ فَهَيِّئْ لَنَا مَقِيْلاً ، قَالَ قُوْمَا عَلٰى بَرَكَةِ اللّٰهِ ، فَلَمَّا جَاءَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ جَاءَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَاَنَّكَ جِئْتَ بِحَقٍّ وَقَدْ عَلِمْتَ

banglainternet.com

يَهُوْدُ اَنِّىْ سَيِّدُهُمْ وَابْنُ سَيِّدِهِمْ وَاَعْلَمُهُمْ وَابْنُ اَعْلَمِهِمْ ، فَادْعُهُمْ فَسَاَلْهُمْ عَنِّىْ قَبْلَ اَنْ يَعْلَمُوْا اَنِّىْ قَدْ اَسْلَمْتُ فَاِنَّهُمْ اِنْ يَعْلَمُوْا اَنِّىْ قَدْ اَسْلَمْتُ قَالُوْا فِىَّ مَالَيْسَ فِىَّ فَاَرْسَلَ نَبِىُّ اللّٰهِ ﷺ فَاَقْبَلُوْا فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الْيَهُوْدِ وَيْلَكُمْ اتَّقُوْا اللّٰهَ فَوَاللّٰهِ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اِنَّكُمْ لَتَعْلَمُوْنَ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ حَقًّا وَاِنِّىْ جِئْتُكُمْ بِحَقٍّ فَاَسْلِمُوْا قَالُوْا مَا نَعْلَمُهُ قَالُوْا لِلنَّبِىِّ ﷺ قَالَهَا ثَلَاثَ مِرَارٍ ، قَالَ فَاَىُّ رَجُلٍ فِيْكُمْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلَامٍ ، قَالُوْا ذَاكَ سَيِّدُنَا وَابْنُ سَيِّدِنَا وَاَعْلَمُنَا وَابْنُ اَعْلَمِنَا ، قَالَ اَفَرَاَيْتُمْ اِنْ اَسْلَمَ قَالُوْا حَاشٰى لِلّٰهِ مَاكَانَ لِيُسْلِمَ ، قَالَ اَفَرَاَيْتُمْ اِنْ اَسْلَمَ ؟ قَالُوْا حَاشٰى لِلّٰهِ مَا كَانَ لِيُسْلِمَ ، قَالَ اَفَرَاَيْتُمْ اِنْ اَسْلَمَ ؟ قَالُوْا حَاشٰى لِلّٰهِ مَا كَانَ لِيُسْلِمَ ، قَالَ يَاابْنَ سَلَامٍ اُخْرُجْ عَلَيْهِمْ فَخَرَجَ فَقَالَ يٰمَعْشَرَ الْيَهُوْدِ اتَّقُوا اللّٰهَ فَوَاللّٰهِ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اِنَّكُمْ لَتَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَّهُ جَاءَ بِحَقٍّ فَقَالُوْا كَذَبْتَ فَاَخْرَجَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -

৩৬৩০ মুহাম্মদ (র) ..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র নবী ﷺ যখন মদীনায় এলেন তখন উঠের পিঠে আবূ বকর (রা) তাঁর পেছনে ছিলেন। আবূ বকর (রা) ছিলেন বয়োজেষ্ঠ্য ও পরিচিত। আর নবী ﷺ ছিলেন (দেখতে) জাওয়ান এবং অপরিচিত তখন বর্ণনাকারী বলেন, যখন আবূ বকরের সঙ্গে কারো সাক্ষাত হত, সে জিজ্ঞাসা করত হে আবূ বকর (রা) তোমার সম্মুখে বসা ঐ ব্যক্তি কে ? আবূ বকর (রা) বলতেন, তিনি আমার পথ প্রদর্শক। রাবী বলেন, প্রশ্নকারী সাধারণ পথ মনে করত এবং তিনি (আবূ বকর) সত্যপথ উদ্দেশ্যে করতেন। তারপর একবার আবূ বকর (রা) পিছনে তাকিয়ে হঠাৎ দেখতে পেলেন একজন অশ্বারোহী তাদের প্রায় নিকটেই এসে পড়েছে। তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলল্লাহ! এই যে একজন অশ্বারোহী আমাদের পিছনে প্রায় নিকটে পৌছে গেছে। তখন নবী ﷺ পিছনের দিকে তাকিয়ে দু'আ করলেন, ইয়া আল্লাহ! আপনি ওকে পাকড়াও করুন। তৎক্ষণাৎ ঘোড়াটি তাকে নীচে ফেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে হ্রেষা রব করতে লাগল। তখন অশ্বারোহী বলল, ইয়া নবী আল্লাহ!

banglainternet.com

আপনার যা ইচ্ছা আমাকে আদেশ করুন। তখন নবী ﷺ বললেন, তুমি সেখানেই থেমে যাও। কেউ আমাদের দিকে আসতে চাইলে তুমি তাকে বাঁধা দিবে। বর্ণনাকারী বলেন, দিনের প্রথম ভাগে ছিল সে নবীর বিরুদ্ধে সংগ্রামকারী আর দিনের শেষ ভাগে হয়ে গেল তাঁর পক্ষ থেকে অস্ত্র ধারণকারী। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনার হাররায় একপাশে অবতরণ করলেন। এরপর আনসারদের সংবাদ দিলেন। তাঁরা নবী ﷺ-এর কাছে এলেন এবং উভয়কে সালাম করে বললেন, আপনারা নিরাপদ ও মান্য হিসেবে আরোহণ করুন। নবী ﷺ ও আবূ বকর (রা) উটে আরোহণ করলেন আর আনসারগণ অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তাঁদের বেষ্টন করে চলতে লাগলেন। মদীনায় লোকেরা বলতে লাগল, আল্লাহ্‌র নবী এসেছেন, আল্লাহ্‌র নবী এসেছেন, লোকজন উঁচু জায়গায় উঠে তাঁদের দেখতে লাগল। আর বলতে লাগল আল্লাহ্‌র নবী এসেছেন, আল্লাহ্‌র নবী এসেছেন। তিনি সামনের দিকে চলতে লাগলেন। অবশেষে আবূ আইয়ূব (রা)-এর বাড়ীর পাশে গিয়ে অবতরণ করলেন। আবূ আইয়ূব (রা) ঐ সময় তাঁর পরিবারের লোকদের সাথে কথাবার্তা বলছিলেন। ইতিমধ্যে আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম তাঁর আগমনের কথা শুনলেন তখন তিনি তাঁর নিজের বাগানে খেজুর আহরণ করছিলেন। তখন তিনি তাড়াতাড়ি ফল আহরণ করা থেকে বিরত হলেন এবং আহরিত খেজুরসহ নবী ﷺ-এর খেদমতে হাযির হলেন এবং নবী ﷺ-এর কিছু কথাবার্তা শুনে নিজ গৃহে ফিরে গেলেন। নবী ﷺ বললেন, আমাদের লোকদের মধ্যে কার বাড়ী এখান থেকে সবচেয়ে নিকটবর্তী? আবূ আইয়ূব (রা) বললেন, ইয়া নবী আল্লাহ্ ﷺ এই তো বাড়ী, এই যে তার দরজা। নবী ﷺ বললেন, তবে চল, আমাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা কর। তিনি বললেন, আপনারা উভয়েই চলুন। আল্লাহ্ বরকত দানকারী। যখন নবী ﷺ তাঁর বাড়ীতে এলেন। তখন আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রা) এসে হাযির হলেন এবং বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল; আপনি সত্য নিয়ে এসেছেন। ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইয়াহূদী সম্প্রদায় জানে যে আমি তাদের সর্দার এবং আমি তাদের সর্দারের পুত্র। আমি তাদের মধ্যে বেশী জ্ঞানী এবং তাদের বড় জ্ঞানীর সন্তান। আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি এ কথাটি জানাজানি হওয়ার পূর্বে আপনি তাদের ডাকুন এবং আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন, আমার সম্পর্কে তাদের ধারণা অবগত হউন। কেননা তারা যদি জানতে পারে যে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, তবে আমার সম্বন্ধে তারা এমন সব অলিক উক্তি করবে যে সব আমার মধ্যে নেই। নবী ﷺ (ইয়াহূদী সম্প্রদায়কে) ডেকে পাঠালেন। তারা এসে তার কাছে হাযির হল। রাসূল ﷺ তাদের বললেন, হে ইয়াহূদী সম্প্রদায়, তোমাদের উপর অভিশাপ! তোমরা সেই আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তিনি ছাড়া মাবুদ নেই। তোমরা নিশ্চয়ই জান যে আমি সত্য রাসূল। .সত্য নিয়েই তোমাদের নিকট এসেছি। সুতরাং তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর। তারা উত্তর দিল, আমরা এসব জানিনা। তারা তিনবার একথা বলল। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রা) কেমন লোক ? তারা উত্তর দিল, তিনি আমাদের নেতা এবং আমাদের নেতার সন্তান। তিনি আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ আলিমএবং সর্বশ্রেষ্ঠ আলিমের সন্তান। নবী ﷺ বললেন, তিনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন, তবে তোমাদের মতামত কী হবে ? তারা বলল, আল্লাহ্ হেফাজত করুন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করবেন তা কিছুতেই হতে পারে না। তিনি আবার বললেন, আচ্ছা বলতো, যদি তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন তবে তোমরা কী মনে করবে ? তারা আবার বলল, আল্লাহ্ রক্ষা করুন, কিছুতেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করতে পারেন না। নবী ﷺ আবার বললেন, আচ্ছা বলতো, তিনি যদি মুসলমান হয়েই যান তবে তোমাদের মত কী ? তারা বলল, আল্লাহ্ রক্ষা করুন, তিনি মুসলমান হয়ে যাবেন ইহা কিছুতেই সম্ভব নয়। তখন নবী ﷺ বললেন, হে ইব্‌ন সালাম, তুমি এদের সামনে বেরিয়ে আস। তিনি বেরিয়ে আসলেন

banglainternet.com

এবং বললেন, হে ইয়াহূদী সম্প্রদায় ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর। ঐ আল্লাহ্‌র কসম, যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। তোমরা নিশ্চয়ই জান তিনি সত্য রাসূল, হক নিয়েই আগমন করেছেন। তখন তারা বলে উঠল, তুমি মিথ্যা বলছ। তারপর নবী ﷺ তাদেরকে বের করে দিলেন।

٣٦٣١ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ فَرَضَ لِلْمُهَاجِرِيْنَ الْاَوَّلِيْنَ اَرْبَعَةَ الْاَفٍ فِىْ اَرْبَعَةٍ وَفَرَضَ لِابْنِ عُمَرَ ثَلاَثَةَ الْاَفٍ وَخَمْسَمَائَةٍ فَقِيْلَ لَهُ هُوَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ فَلِمَ نَقَصْتَهُ مِنْ اَرْبَعَةِ الْاَفٍ فَقَالَ اِنَّمَا هَاجَرَ بِهِ اَبَوَاهُ يَقُوْلُ لَيْسَ هُوَ كَمَنْ هَاجَرَ بِنَفْسِهِ –

৩৬৩১ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র) ..... উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি প্রাথমিক পর্যায়ের মুহাজিরদের জন্য চার কিস্তিতে বাৎসরিক চার হাজার দেরহাম ধার্য করলেন, এবং (তাঁর ছেলে) ইব্‌ন উমরের জন্য ধার্য করলেন তিন হাজার পাঁচশ। তাঁকে বলা হল, তিনিও তো মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর জন্য চার হাজার থেকে কম কেন করলেন ? তিনি বললেন, সে তো তার পিতামাতার সাথে হিজরত করেছে। কাজেই সে ঐ ব্যক্তির সমকক্ষ হতে পারেনা যে ব্যক্তি একাকী হিজরত করেছে।

٣٦٣٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ شَقِيْقَ بْنَ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا خَبَّابٌ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَبْتَغِىْ وَجْهَ اللّٰهِ وَوَجَبَ اَجْرُنَا عَلَى اللّٰهِ فَمِنَّا مَنْ مَضٰى لَمْ يَاْكُلْ مِنْ اَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ اُحُدٍ ، فَلَمْ نَجِدْ شَيْئًا نُكَفِّنُهُ فِيْهِ اِلاَّ نَمِرَةً كُنَّا اِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلاَهُ فَاِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ ، فَاَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نُغَطِّىَ رَأْسَهُ بِهَا وَنَجْعَلَ عَلٰى رِجْلَيْهِ اِذْخِرًا وَمِنَّا مَنْ اَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا –

banglainternet.com

৩৬৩২ মুহাম্মদ ইব্ন কাসীর ও মুসাদ্দাদ (র) ..... খাববাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে হিজরত করেছি একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। আমাদের প্রতিদান আল্লাহ্র নিকটই নির্ধারিত। আমাদের মধ্যে অনেকেই তাঁদের ত্যাগ ও কুরবানীর ফল কিছুই ইহজগতে ভোগ না করে আখিরাতে চলে গিয়েছেন; তন্মধ্যে মুসআব ইব্ন উমায়ের (রা) অন্যতম। তিনি ওহোদ যুদ্ধে শহীদ হন। তাঁকে কাফন দেয়ার জন্য তার একটি চাদর ব্যতীত আর অন্য কিছুই আমরা পাচ্ছিলাম না। আমরা এ চাদরটি দিয়ে যখন তাঁর মাথা আবৃত করলাম তাঁর পা বের হয়ে গেল আর যখন তাঁর পা ঢাকতে গেলাম তখন মাথা বের হয়ে গেল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের আদেশ করলেন, চাদরটি দিয়ে তাঁর মাথা ঢেকে দাও এবং পা দু'টির উপর ইয্খির ঘাস রেখে দাও। আর আমাদের মধ্যে এমন রয়েছেন যাদের ফল পেকে গেছে এবং এখন তারা তা আহরণ করছেন।

٣٦٣٣ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ بُرْدَةَ بْنُ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيُّ قَالَ قَالَ لِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ هَلْ تَدْرِيْ مَاقَالَ اَبِيْ لِاَبِيْكَ قَالَ قُلْتُ لاَ قَالَ فَاِنَّ اَبِيْ قَالَ لِاَبِيْكَ يَا اَبَا مُوْسٰى هَلْ يَسُرُّكَ اِسْلاَمُنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهِجْرَتُنَا مَعَهُ وَجِهَادُنَا مَعَهُ وَعَمَلُنَا كُلُّهُ مَعَهُ بَرْدَلَنَا وَاِنَّ كُلَّ عَمَلٍ عَمِلْنَاهُ بَعْدَهُ نَجَوْنَا مِنْهُ كَفَافًا رَأْسًا بِرَأْسٍ ، فَقَالَ اَبِيْ لاَ وَاللّٰهِ قَدْ جَاهَدْنَا بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَصَلَّيْنَا وَصُمْنَا وَعَمِلْنَا خَيْرًا كَثِيْرًا وَاَسْلَمَ عَلٰى اَيْدِيْنَا بَشَرٌ كَثِيْرٌ وَاِنَّ لَنَرْجُوْذٰلِكَ فَقَالَ اَبِيْ لٰكِنِّيْ اَنَا وَالَّذِيْ نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ اَنَّ ذٰلِكَ بَرَدَ لَنَا وَاَنَّ كُلَّ شَيْءٍ عَمِلْنَاهُ بَعْدُ نَجَوْنَا مِنْهُ كَفَافًا رَأْسًا بِرَأْسٍ فَقُلْتُ اِنَّ اَبَاكَ وَاللّٰهِ خَيْرٌ مِنْ اَبِيْ

৩৬৩৩ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বিশর (র) ..... আবূ বুরদা ইব্ন আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) আমাকে বললেন, তুমি কি জান আমার পিতা তোমার পিতাকে কি বলেছিলেন ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, আমার পিতা তোমার পিতাকে বলেছিলেন, হে আবূ মূসা, তুমি কি ইহাতে সন্তুষ্ট আছ যে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছি, তাঁর সঙ্গে হিজরত করেছি, তাঁর সঙ্গে জিহাদ করেছি এবং তাঁর জীবদ্দশায় কৃত আমাদের প্রতিটি আমল যা করেছি তা আমাদের জন্য সঞ্চিত থাকুক। তাঁর ওফাতের পর, আমরা যে সব আমল করেছি, তা (জবাবদিহি)

banglainternet.com

আমাদের জন্য সমান সমান, হউক। অর্থাৎ সাওয়াবও না হউক আযাবও না হউক। তখন তোমার পিতা আবূ মূসা (রা) বললেন, না (আমি এতে সন্তুষ্ট নই) কেননা, আল্লাহ্‌র কসম, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পর জিহাদ করেছি, সালাত আদায় করেছি, সাওম পালন করেছি এবং বহু নেক আমল করেছি। আমাদের হাতে অনেক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে। আমরা এসব কাজের সাওয়াব-এর আশা রাখি। তখন আমার পিতা (উমর (রা)) বললেন, কিন্তু আমি ঐ সত্তার কসম, যাঁর হাতে উমরের প্রাণ, এতেই সন্তুষ্টি যে, (নবী ﷺ -এর জীবদ্দশায় তাঁর সাথে কৃত আমল) আমাদের জন্য সঞ্চিত থাকুক আর তাঁর ওফাতের পর আমরা যে সব আমল করেছি তা থেকে যেন আমরা অব্যাহতি পাই সমান সমান ভাবে। তখন আমি বললাম, আল্লাহ্‌র কসম নিশ্চয়ই তোমার পিতা আমার পিতা থেকে উত্তম।

٣٦٣٤ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ أَوْ بَلَغَنِيْ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اِذَا قِيْلَ لَهُ هَاجَرَ قَبْلَ اَبِيْهِ يَغْضَبُ قَالَ قَدِمْتُ اَنَا وَعُمَرُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَوَجَدْنَاهُ قَائِلاً فَرَجَعْنَا اِلَى الْمَنْزِلِ فَاَرْسَلَنِيْ عُمَرُ وَقَالَ اذْهَبْ فَانْظُرْ هَلِ اسْتَيْقَظَ فَأَتَيْتُهُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَبَايَعْتُهُ ثُمَّ انْطَلَقْتُ اِلٰى عُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُ اَنَّهُ قَدِ اسْتَيْقَظَ ، فَانْطَلَقْنَا اِلَيْهِ نُهَرْوِلُ هَرْوَلَةً حَتّٰى دَخَلَ عَلَيْهِ فَبَايَعَهُ ثُمَّ بَايَعْتُهُ -

৩৬৩৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন সাব্‌বাহ (র) ..... আবূ উসমান (র) বলেন, আমি ইব্‌ন উমর (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, তাঁকে এ কথা বলা হলে, " আপনি আপনার পিতার আগে হিজরত করেছেন" তিনি রাগ করতেন। ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, (প্রকৃত ঘটনা এই যে,) আমি এবং উমর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে হাযির হলাম। তখন তাঁকে কায়লুলা অবস্থায় (দুপুরের বিশ্রাম) পেলাম। কাজেই আমরা আমাদের আবাসস্থলে ফিরে এলাম। কিছুক্ষণ পর উমর (রা) আমাকে পাঠালেন এবং বললেন যাও ; গিয়ে দেখ নবী ﷺ জেগেছেন কিনা ? আমি এসে তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম এবং তাঁর কাছে বায়'আত করলাম। তারপর উমর (রা) এর কাছে এসে তাঁকে খবর দিলাম যে, তিনি জেগে গেছেন। তখন আমরা তাঁর নিকট গেলাম দ্রুতবেগে। তিনি তাঁর কাছে প্রবেশ করে বায়'আত করলেন। তারপর আমিও নবী ﷺ-এর হাতে (দ্বিতীয় বার উমর (রা)) বায়'আত করলাম।

٣٦٣٥ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ

banglainternet.com

يُحَدِّثُ قَالَ ابْتَاعَ اَبُوْ بَكْرٍ مِن عَازِبٍ رَحْلاً فَحَمَلْتُهُ مَعَهُ قَالَ فَسَأَلَهُ عَازِبٌ عَنْ مَسِيْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اُخِذَ عَلَيْنَا بِالرَّصَدِ فَخَرَجْنَا لَيْلاً فَاَحْيَيْنَا لَيْلَنَا وَيَوْمَنَا حَتّٰى قَامَ قَائِمُ الظَّاهِيْرَةِ ، ثُمَّ رُفِعَتْ لَنَا صَخْرَةٌ فَاَتَيْنَاهَا وَلَهَا شَيْءٌ مِنْ ظِلٍّ قَالَ فَفَرَشْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرْوَةً مَعِيْ ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَنْطَلَقْتُ اَنْفُضُ مَا حَوْلَهُ فَاِذَا اَنَا بِرَاعٍ قَدْ اَقْبَلَ فِيْ غُنَيْمَةٍ يُرِيْدُ مِنَ الصَّخْرَةِ مِثْلَ الَّذِيْ اَرَدْنَا فَسَأَلْتُهُ لِمَنْ اَنْتَ يَاغُلاَمُ ، فَقَالَ اَنَا لِفُلاَنٍ ، فَقُلْتُ لَهُ هَلْ فِيْ غَنَمِكَ مِنْ لَبَنٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَهُ : هَلْ اَنْتَ حَالِبٌ ؟ قَالَ نَعَمْ ، فَاَخَذَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ فَقُلْتُ لَهُ اُنْفُضِ الضَّرْعَ قَالَ فَحَلَبَ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ وَمَعِيْ اِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ عَلَيْهَا خِرْقَةٌ قَدْ رَوَّأْتُهَا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّبَنِ حَتّٰى بَرَدَ اَسْفَلَهُ ، ثُمَّ اَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ اشْرَبْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَشَرِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى رَضِيْتُ ثُمَّ ارْتَحَلْنَا وَالطَّلَبُ فِيْ اِثْرِنَا قَالَ الْبَرَاءُ فَدَخَلْتُ مَعَ اَبِيْ بَكْرٍ عَلٰى اَهْلِهِ فَاِذَا عَائِشَةُ ابْنَتُهُ مُضْطَجِعَةٌ قَدْ اَصَابَتْهَا حُمّٰى فَرَاَيْتُ اَبَاهَا فَقَبَّلَ خَدَّهَا وَقَالَ كَيْفَ اَنْتِ يَابُنَيَّةُ –

৩৬৩৫ আহমদ ইব্ন উসমান (র) ..... আবূ ইসহাক (র) বলেন, আমি বারা (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আবূ বকর (রা) আমার পিতা আযিব (রা)-এর নিকট হাওদা খরীদ করলেন। আমি আবূ বকরের সাথে খরীদা হাওদাটি বহন করে নিয়ে চললাম। তখন আমার পিতা আযিব (রা) নবী ﷺ-এর সহিত তাঁর হিজরতের ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন আবূ বকর (রা) বললেন, আমাদের অনুসন্ধান করার জন্য মুশরিকরা লোক নিয়োগ করেছিল। অবশেষে আমরা রাত্রিকালে বেরিয়ে পড়লাম এবং একরাত ও এক দিন অবিরাম চলতে থাকলাম। যখন দুপুর হয়ে গেল, তখন একটি বিরাটাকায় পাথর নযরে পড়ল। আমরা সেটির কাছে এলাম, পাথরটির কিছু ছায়া পড়ছিল। আমি সেখানে গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য আমার সঙ্গের চামড়াখানি বিছিয়ে দিলাম। নবী ﷺ-এর উপর শুয়ে পড়লেন। আমি

banglainternet.com

এদিক-ওদিক পর্যবেক্ষণ করার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। হঠাৎ এক বকরী রাখালকে দেখতে পেলাম। সে তার বকরীগুলো নিয়ে আসছে। সেও আমাদের মত পাথরের (ছায়ায়) আশ্রয় নিতে চায়। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কার গোলাম ? সে বলল, আমি অমুকের। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার বকরীর পালে দুধ আছে কি ? সে বলল, হাঁ। আমি বললাম, তুমি কি (আমাদের জন্য) কিছু দোহন করে দিবে ? সে বলল, হাঁ। সে তার পাল থেকে একটি বকরী ধরে নিয়ে এল। আমি বললাম, বকরীর স্তন দু'টি ঝেড়ে মুছে সাফ করে নাও। সে একপাত্র ভর্তি দুধ দোহন করল। আমার সাথে একটি পানির পাত্র ছিল। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য কাপড় দিয়ে তার মুখ বেঁধে রেখে ছিলাম। আমি তা থেকে দুধের মধ্যে কিছু পানি ঢেলে দিলাম। ফলে পাত্রের তলা পর্যন্ত শীতল হয়ে গেল। আমি তা নিয়ে নবী ﷺ -এর কাছে এসে বললাম, পান করুন, ইয়া রাসূলুল্লাহ। রাসূলুল্লাহ ﷺ এতখানি পান করলেন যে, আমি সন্তুষ্ট হলাম। এরপর আমরা রওয়ানা হলাম এবং অনুসন্ধানকারী আমাদের পিছনে ছিল। বারা (রা) বলেন, আমি আবূ বকরের সঙ্গে তাঁর ঘরে প্রবেশ করলাম। তখন দেখলাম তাঁর মেয়ে আয়েশা (রা) বিছানায় শুয়ে আছেন। তাঁর জ্বর হয়েছে। তাঁর পিতা আবূ বকর (রা)-কে দেখলাম তিনি মেয়ের গালে চুমু খেলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, মা তুমি কেমন আছ ?

٣٦٣٦ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِىْ عَبْلَةَ اَنَّ عُقْبَةَ بْنَ وَسَّاجٍ حَدَّثَهُ عَنْ اَنَسٍ خَادِمِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ وَلَيْسَ فِىْ اَصْحَابِهِ اَشْمَطُ غَيْرَ اَبِىْ بَكْرٍ فَغَلَّفَهَا بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ * وَقَالَ دُحَيْمٌ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِىُّ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ عُبَيْدٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ وَسَّاجٍ حَدَّثَنِىْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ فَكَانَ اَسَنَّ اَصْحَابِهِ اَبُوْ بَكْرٍ فَغَلَّفَهَا بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ حَتّٰى قَنَأَلَوْنُهَا –

৩৬৩৬ সুলায়মান ইব্ন আবদুর রাহমান (র) ..... নবী ﷺ -এর খাদেম আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ (মদীনায়) আগমন করলেন। এই সময় তাঁর সাহাবীদের মধ্যে সাদা কাল চুল বিশিষ্ট আবূ বকর (রা) ব্যতীত অন্য কেউ ছিলেন না। তিনি তাঁর চুলে মেহদী ও কতম একত্র করে কলপ (এক প্রকার কালো ঘাস) লাগিয়েছিলেন। দোহায়েম অন্য সূত্রে আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী ﷺ মদীনায় এলেন, তখন তাঁর সাহাবীদের মধ্যে আবূ বকর (রা) ছিলেন সব চাইতে বয়স্ক। তিনি মেহদী ও কতম একত্র করে কলপ লাগিয়েছিলেন। এতে তাঁর সাদা চুল (ও দাঁড়ি) টকটকে লাল রং ধারণ করেছিল।

banglainternet.com

٣٦٣٧ حَدَّثَنَا اَصْبَغُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ تَزَوَّجَ امْرَاَةً مِنْ كَلْبٍ يُقَالُ لَهَا اُمُّ بَكْرٍ ، فَلَمَّا هَاجَرَ اَبُوْ بَكْرٍ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا ابْنُ عَمِّهَا هٰذَا الشَّاعِرُ الَّذِىْ قَالَ هٰذِهِ الْقَصِيْدَةَ رَثٰى كُفَّارَ قُرَيْشٍ :

وَمَاذَا بِالْقَلِيْبِ قَلِيْبِ بَدْرٍ * مِنَ الشَّيْزٰى تُزَيَّنُ بِالسَّنَامِ
وَمَاذَا بِالْقَلِيْبِ قَلِيْبِ بَدْرٍ * مِنَ الْقَيْنَاتِ وَالشَّرْبِ الْكِرَامِ
تُحَيِّىْ بِالسَّلَامَةِ اُمُّ بَكْرٍ * وَهَلْ لِىْ بَعْدَ قَوْمِىْ مِنْ سَلَامٍ
يُحَدِّثُنَا الرَّسُوْلُ بِاَنْ سَنَحْيٰى * وَكَيْفَ حَيَاةُ اَصْدَاءٍ وَهَامٍ

৩৬৩৭ আসবাগ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ বকর (রা) কালব গোত্রের উম্মে বাকর নাম্নী একজন মহিলাকে শাদী করলেন। যখন আবূ বকর (রা) হিজরত করেন, তখন তাকে তালাক দিয়ে যান। তারপর ঐ মহিলাকে তার চাচাত ভাই শাদী করে নিল। এই ব্যক্তিটিই হল সেই কবি যে বদর যুদ্ধে নিহত কুরাইশ কাফিরদের শোকগাঁথা রচনা করেছিল। "বদর প্রান্তে কালীব নামক কূপে নিক্ষিপ্ত ঐ সব কাফিরগণ আজ কোথায় যাদের শিযা নামক কাঠের তৈরী খাদ্য-পাত্রে উটের কুঁজের গোশতে সুসজ্জিত থাকত। বদরের কালীব কূপে নিক্ষিপ্ত ব্যক্তিগণ আজ কোথায় যারা গায়িকা ও সম্মানিত মদ্যপানকারী নিয়ে নিমগ্ন ছিল। উম্মে বাকর শান্তির স্বাগত জানাচ্ছে। আর আমার কাওমের (ধ্বংস হয়ে যাওয়ার) পর আমার জন্য শান্তি কোথায় ? রাসূল আমাদের বলেছেন যে, অচিরেই আমাদের জীবিত করা হবে। কিন্তু উড়ে যাওয়া আত্মা ও মাথার খুলীর জীবন আবার কেমন করে ?"

٣٦٣٨ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِى الْغَارِ فَرَفَعْتُ رَاْسِىْ فَاِذَا اَنَا بِاَقْدَامِ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَانَبِىَّ اللّٰهِ لَوْ اَنَّ بَعْضَهُمْ طَاَطَاَ بَصَرَهُ رَاٰنَا قَالَ اسْكُتْ يَا اَبَا بَكْرٍ اثْنَانِ اللّٰهُ ثَالِثُهُمَا -

banglainternet.com

৩৬৩৮ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র) ..... আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে (সাওর পর্বতের) গুহায় ছিলাম। আমি আমার মাথা তুলে উপরের দিকে তাকালাম এবং

লোকের পা দেখতে পেলাম। তখন আমি বললাম, ইয়া নবী আল্লাহ্! তাদের কেউ নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই আমাদের দেখে ফেলবে। তিনি বললেন, হে আবূ বকর! নীরব থাক। আমরা দু'জন আল্লাহ্ হলেন যাদের তৃতীয়।

٣٦٣٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَطَاءُ بْنُ يَزِيْدَ اللَّيْثِيُّ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِيٌّ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ وَيْحَكَ اِنَّ الْهِجْرَةَ شَأْنُهَا شَدِيْدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ اِبِلٍ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَتُعْطِيْ صَدَقَتَهَا ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَهَلْ تَمْنَحُ مِنْهَا ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَتَحْلُبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَاعْمَلْ مِنْ وَّرَاءِ الْبِحَارِ ، فَاِنَّ اللّٰهَ لَنْ يَّتْرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا

৩৬৩৯ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র) ..... আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন বেদুঈন নবী ﷺ -এর কাছে এল এবং তাঁকে হিজরত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন, ওহে! হিজরত বড় কঠিন ব্যাপার। এরপর বললেন, তোমার কি উট আছে ? সে বলল, হাঁ। তিনি বললেন, তুমি কি উটের সাদকা আদায় কর ? সে বলল, হাঁ। তিনি বললেন, তুমি কি উটনীর দুধ অন্যকে পান করতে দাও। সে বলল, হাঁ। তিনি বললেন, যেদিন পানি পান করানোর উদ্দেশ্যে উটগুলি ঘাটে নিয়ে যাওয়া হয় সেদিন কি তুমি দুধ দোহন করে (ফকীর মিসকীনদের) দান কর ? সে বলল, হাঁ। তিনি বললেন, তবে তুমি সমুদ্রের ওপার থেকেই নেক আমল করতে থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমার আমলের কিছুই হ্রাস করবেন না।

٢١٥٥. بَابُ مَقْدَمِ النَّبِيِّ ﷺ وَاَصْحَابِهِ اِلَى الْمَدِيْنَةِ

২১৫৫. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের মদীনায় শুভাগমন

٣٦٤٠ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَنْبَأَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ سَمِعَ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ وَبِلَالٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ –

banglainternet.com

৩৬৪০ আবুল ওয়ালিদ (র) ..... বারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সর্বপ্রথম আমাদের মধ্যে (মদীনায়) আগমন করেন মুস'আব ইব্ন উমায়ের ও ইব্ন উম্মে মাকতুম (রা)। তারপর আমাদের কাছে আসেন, আম্মার ইব্ন ইয়াসির ও বিলাল (রা)

٣٦٤١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ وَكَانُوْا يُقْرِؤُوْنَ النَّاسَ فَقَدِمَ بِلَالٌ وَسَعْدٌ وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ثُمَّ قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِىْ عِشْرِيْنَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ فَمَا رَاَيْتُ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ فَرِحُوْا بِشَىْءٍ فَرَحَهُمْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى جَعَلَ الْاِمَاءُ يَقُلْنَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَمَاقَدِمَ حَتّٰى قَرَاْتُ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى فِىْ سُوَرٍ مِّنَ الْمُفَصَّلِ -

৩৬৪১ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্‌শার (র) ..... বারা' ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সর্বপ্রথম আমাদের মধ্যে (মদীনায়) আগমন করলেন মুস'আব ইব্ন উমায়ের এবং ইব্ন উম্মে মাকতুম। তারা লোকদের কুরআন পড়াতেন। তারপর আসলেন, বিলাল, সা'দ ও আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) এরপর উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) নবী ﷺ-এর বিশজন সাহাবীসহ মদীনায় আসলেন। তারপর নবী ﷺ আগমন করলেন। তাঁর আগমনে মদীনাবাসী যে পরিমাণ আনন্দিত হয়েছিল সে পরিমাণ আনন্দ হতে কখনো দেখিনি। এমনকি দাসীগণও বলছিল, নবী ﷺ শুভাগমন করেছেন। বারা (রা) বলেন, তাঁর আগমনের আগেই মুফাস্‌সালের কয়েকটি সূরাসহ আমি سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى সূরা পর্যন্ত পড়ে ফেলেছিলাম।

٣٦٤٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وُعِكَ اَبُوْبَكْرٍ وَبِلَالٌ قَالَتْ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا فَقُلْتُ يَا اَبَةِ كَيْفَ تَجِدُكَ وَيَا بِلَالُ كَيْفَ تَجِدُكَ قَالَتْ فَكَانَ اَبُوْبَكْرٍ اِذَا اَخَذَتْهُ الْحُمّٰى يَقُوْلُ :

banglainternet.com

كُلُّ مْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِيْ أَهْلِهِ * وَالْمَوْتُ أَدْنٰى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ
وَكَانَ بِلاَلٌ إِذَا أَقْلَعَ عَنْهُ الْحُمّٰى يَرْفَعُ عَقِيْرَتَهُ وَيَقُوْلُ : شِعْرٌ :
أَلاَ لَيْتَ شِعْرِيْ هَلْ أَبِيْتَنَّ لَيْلَةً * بِوَادٍ وَحَوْلِيْ إِذْخِرٌ وَجَلِيْلُ
وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ * وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِيْ شَامَةٌ وَطَفِيْلُ
قَالَتْ عَائِشَةُ فَجِئْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اللّٰهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ حُبًّا وَصَحِّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ صَاعِهَا وَمُدِّهَا وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ -

৩৬৪২ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র) .... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদীনায় আগমন করলেন, তখন আবূ বকর ও বিলাল (রা) ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। আমি তাদেরকে দেখতে গেলাম এবং বললাম, আব্বাজান, কেমন আছেন ? হে বিলাল, আপনি কেমন আছেন ? আবূ বকর (রা) জ্বরাক্রান্ত হলেই এ পংক্তিগুলি আবৃত্তি করতেন। "প্রতিটি ব্যক্তিকে নিজ পরিবারে শুপ্রভাত বলা হয় অথচ মৃত্যু তার জুতার ফিতার চাইতেও অধিক নিকটবর্তী।" আর বিলাল (রা) এর অবস্থা ছিল এই যখন তাঁর জ্বর ছেড়ে যেত তখন কণ্ঠস্বর উঁচু করে এ কবিতাটি আবৃত্তি করতেনঃ "হায়, আমি যদি জানতাম আমি ঐ মক্কা উপত্যকায় পুনরায় রাত্রি যাপন করতে পারব কিনা যেখানে ইয্‌খির ও জলীল ঘাস আমার চারপাশে বিরাজমান থাকত। হায়, আর কি আমার ভাগ্যে জুটবে যে, আমি মজান্না নামক কূপের পানি পান করতে পারব! এবং শামা ও তাফিল পাহাড় কি আর আমার দৃষ্টিগোচর হবে!" আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট গিয়ে এ সংবাদ জানালাম। তখন তিনি এ দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! মদীনাকে আমাদের প্রিয় করে দাও যেমন প্রিয় ছিল আমাদের মক্কা বরং তার চেয়েও অধিক প্রিয় করে দাও। আমাদের জন্য মদীনাকে স্বাস্থ্যকর বানিয়ে দাও। মদীনার সা ও মুদ এর মধ্যে বরকত দান কর। আর এখানকার জ্বর রোগকে স্থানান্তর করে জুহ্‌ফায় নিয়ে যাও।

٣٦٤٣ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِيْ عُرْوَةُ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَدِيٍّ أَخْبَرَهُ دَخَلْتُ عَلٰى عُثْمَانَ وَقَالَ بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَدِيِّ بْنِ خِيَارٍ أَخْبَرَهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عُثْمَانَ

banglainternet.com

فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ اللّٰهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ وَكُنْتُ مِمَّنِ اسْتَجَابَ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهٖ وَاٰمَنَ بِمَا بُعِثَ بِهٖ مُحَمَّدٌ ﷺ ثُمَّ هَاجَرْتُ هِجْرَتَيْنِ وَنِلْتُ صِهْرَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَبَايَعْتُهُ فَوَاللّٰهِ مَاعَصَيْتُهُ وَلَا غَشَشْتُهُ حَتّٰى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ* تَابَعَهُ اِسْحٰقُ الْكَلْبِيُّ حَدَّثَنِى الزُّهْرِيُّ مِثْلَهُ

৩৬৪৩ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) ..... 'উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন 'আদী (র) বলেন, আমি 'উসমান (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করলাম। তিনি আমার বক্তব্য শুনার পর তাশাহ্‌হুদ পাঠের পর বললেন, আম্মা বা'দু। আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ ﷺ -কে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন। যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর আহবানে সাড়া দিয়েছিলেন, মুহাম্মদ ﷺ -কে যে সত্যসহ প্রেরণ করা হয়েছিল তৎপ্রতি ঈমান এনেছিলেন আমিও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। উভয় হিজরতে (হাবশায় ও মদীনায়) অংশ গ্রহণ করেছি। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জামাতা হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছি। আমি তাঁর হাতে বায়'আত করেছি, আল্লাহর কসম আমি কখনো তাঁর নাফরমানী করিনি তাঁর সাথে প্রতারণামূলক কোন কিছু করিনি। এমতাবস্থায় তাঁর ওফাত হয়েছে। ইসহাক কালবী শু'য়ায়বের অনুসরণ করতঃ যুহরী সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٦٤٤ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِى ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَاَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ رَجَعَ اِلٰى اَهْلِهٖ وَهُوَ بِمِنًى فِىْ اٰخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا عُمَرُ فَوَجَدَنِىْ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَقُلْتُ يَااَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ وَاِنِّىْ اَرٰى اَنْ تُمْهِلَ حَتّٰى تَقْدَمَ الْمَدِيْنَةَ فَاِنَّهَا دَارُ الْهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ ، وَتَخْلُصَ لِاَهْلِ الْفِقْهِ وَاَشْرَافِ النَّاسِ وَذَوِىْ رَأْيِهِمْ قَالَ عُمَرُ لَاَقُوْمَنَّ فِىْ اَوَّلِ مَقَامٍ اَقُوْمُهُ بِالْمَدِيْنَةِ –

৩৬৪৪ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সুলায়মান (র) ..... ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, যে বছর উমর (রা) শেষ হজ্জ আদায় করেন সে বছর আবদুর রহমান ইব্‌ন 'আউফ (রা) মিনায় তাঁর পরিবারের কাছে ফিরে আসেন এবং সেখানে আমার সাথে তাঁর সাক্ষাত ঘটে। '(উমর(রা) লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে

banglainternet.com

চাইলে) আবদুল রাহমান (রা) বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন, হজ্জ মওসুমে বুদ্ধিমান ও নির্বোধ সব রকমের মানুষ একত্রিত হয়। তাই আমার বিবেচনায় আপনি ভাষণ দান থেকে বিরত থাকুন। এবং মদীনা গমন করে ভাষণ দান করুন। মদীনা হল দারুল হিজরত, (হিজরতের স্থান) রাসূল ﷺ-এর সুন্নাতের পবিত্র ভূমি। সেখানে আপনি অনেক জ্ঞানী, গুণী ও বুদ্ধিমান লোককে একান্তে পাবেন। 'উমর (রা) বললেন, মদীনায় গিয়েই সর্বপ্রথম আমার ভাষণটি অবশ্যই প্রদান করব।

٣٦٤٥ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ اُمَّ الْعَلَاءِ امْرَاَةً مِنْ نِسَائِهِمْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ ﷺ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُوْنٍ طَارَ لَهُمْ فِي السُّكْنٰى حِيْنَ اقْتَرَعَتِ الْاَنْصَارُ عَلٰى سُكْنَى الْمُهَاجِرِيْنَ ، قَالَتْ اُمُّ الْعَلَاءِ : فَاشْتَكٰى عُثْمَانُ عِنْدَنَا فَمَرَّضْتُهُ حَتّٰى تُوُفِّيَ وَجَعَلْنَاهُ فِيْ اَثْوَابِهِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْكَ اَبَا السَّائِبِ شَهَادَتِيْ عَلَيْكَ لَقَدْ اَكْرَمَكَ اللّٰهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَا يُدْرِيْكِ اَنَّ اللّٰهَ اَكْرَمَهُ ، قَالَتْ قُلْتُ لَا اَدْرِيْ ، بِاَبِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَنْ قَالَ اَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ وَاللّٰهِ الْيَقِيْنُ وَاللّٰهِ اِنِّيْ لَاَرْجُوْلَهُ الْخَيْرَ وَمَا اَدْرِيْ وَاللّٰهِ وَاَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ مَا يُفْعَلُ بِيْ قَالَتْ فَوَاللّٰهِ لَا اُزَكِّيْ اَحَدًا بَعْدَهُ ، قَالَتْ فَاَحْزَنَنِيْ ذٰلِكَ فَنِمْتُ فَرَاَيْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ عَيْنًا تَجْرِيْ فَجِئْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ذٰلِكَ عَمَلُهُ –

৩৬৪৫ মূসা ইব্ন ইসমা'ঈল (র) ..... খারিজা ইব্ন যায়েদ ইব্ন সাবিত (রা) বলেন, উম্মুল 'আলা' (রা) নামক জনৈকা আনসারী মহিলা নবী করীম ﷺ-এর হাতে বায়'আত করেন। তিনি বর্ণনা করেন, যখন মুহাজিরদের অবস্থানের ব্যাপারে আনসারদের মধ্যে লটারী অনুষ্ঠিত হল তখন উসমান ইব্ন মায'উনের বসবাস আমাদের ভাগে পড়ল। উম্মুল 'আলা' (রা) বলেন, এরপর তিনি আমাদের এখানে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমি তার সেবা শুশ্রূষা করলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর ওফাত হয়ে গেল। আমরা কাফনের কাপড় পরিয়ে দিলাম। তারপর নবী করীম ﷺ আমাদের এখানে তাশরীফ আনলেন। ঐ সময় আমি 'উসমান (রা)-কে লক্ষ্য করে বলছিলাম। হে আবূ সায়িব ! তোমার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। তোমার

banglainternet.com

ব্যাপারে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তোমাকে সম্মানিত করেছেন। তখন নবী করীম ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কেমন করে জানলে যে, আল্লাহ্ তাকে সম্মানিত করেছেন ? আমি বললাম, আমার মাতা-পিতা আপনার উপর কুরবান হোক। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো জানিনা। (তবে তাকে যদি সম্মানিত করা না হয়)তবে কাকে আল্লাহ্ সম্মানিত করবেন ? নবী করীম ﷺ বললেন, আল্লাহর কসম ! 'উসমানের মৃত্যু হয়ে গেছে। আল্লাহ্র কসম! আমি তার সম্বন্ধে কল্যাণের আশা পোষণ করছি। আল্লাহর কসম, আমি আল্লাহর রাসূল হওয়া সত্ত্বেও জানিনা আল্লাহ তাঁর সাথে কি ব্যবহার করবেন। উম্মুল 'আলা' (রা) বলেন, আল্লাহর কসম, আমি এ কথা শুনার পর আর কাউকে (দৃঢ়তার সহিত) পূত-পবিত্র বলব না। উম্মুল 'আলা'(রা) বলেন, নবী করীম ﷺ -এর এ কথা আমাকে চিন্তিত করল। এরপর আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম যে, 'উসমান ইব্ন মায'উন (রা) এর জন্য একটি নহর প্রবাহিত রয়েছে। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট গিয়ে আমার স্বপ্নটি ব্যক্ত করলে তিনি বললেন, এ হচ্ছে তার (নেক) 'আমল।

٣٦٤٦ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَوْمُ بُعَاثٍ يَوْمًا قَدَّمَهُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ لِرَسُوْلِهٖ ﷺ فَقَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَقَدِ افْتَرَقَ مَلْؤُهُمْ وَقُتِلَتْ سَرَاتُهُمْ فِيْ دُخُوْلِهِمْ فِى الْاِسْلَامِ -

৩৬৪৬ উবায়দুল্লাহ ইব্ন সা'ঈদ (র) ..... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বু'আস যুদ্ধ এমন একটি যুদ্ধ ছিল যা আল্লাহ্ তাঁর রাসূল ﷺ -এর অনুকূলে তাঁর হিজরতের পূর্বেই সংঘটিত করিয়েছিলেন, যা তাদের (মদীনাবাসীদের) ইসলাম গ্রহণের পক্ষে সহায়ক হয়েছিল। রাসূল ﷺ যখন মদীনায় আগমন করলেন তখন তাদের গোত্রগুলো ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে নানা দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল এবং তাদের অনেক নেতৃবৃন্দ নিহত হয়েছিল।

٣٦٤٧ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَالنَّبِىُّ ﷺ عِنْدَهَا يَوْمَ فِطْرٍ اَوْ اَضْحٰى وَعِنْدَهَا قَيْنَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَعَازَفَتِ الْاَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثٍ ، فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ دَعْهُمَا يَا اَبَا بَكْرٍ اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا وَاِنَّ عِيْدَنَا هٰذَا الْيَوْمُ -

৩৬৪৭ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) ... . 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আবূ বকর (রা) ঈদুল ফিত্র অথবা ঈদুল আযহার দিনে তাঁকে দেখতে এলেন। তখন নবী ﷺ 'আয়েশা (রা)-এর গৃহে অবস্থান

banglainternet.com

করছিলেন। ঐ সময় দু'জন অল্প বয়সী বালিকা এ কবিতাটি উচ্চঃস্বরে আবৃত্তি করছিল যা আনসারগণ বু'আস যুদ্ধে আবৃত্তি করেছিল। তখন আবূ বাকর (রা) দু'বার বললেন, এ হল শয়তানের বাদ্যযন্ত্র। নবী ﷺ বললেন, হে আবূ বাকর, তাদেরকে ছেড়ে দাও। কেননা প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই 'ঈদ রয়েছে আর আজকের দিন হল আমাদের 'ঈদের দিন।

٣٦٤٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ح وَحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يُحَدِّثُ حَدَّثَنَا اَبُوْ التَّيَّاحِ يَزِيْدُ بْنُ حُمَيْدٍ نِ الضَّبَعِىُّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ نَزَلَ فِىْ عُلْوِ الْمَدِيْنَةِ فِىْ حَىٍّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُوْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ قَالَ فَأَقَامَ فِيْهِمْ اَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ، ثُمَّ اَرْسَلَ اِلٰى مَلَاءِ بَنِى النَّجَّارِ ، قَالَ فَجَاؤُا مُتَقَلِّدِيْنَ سُيُوْفَهُمْ قَالَ وَكَاَنِّىْ انْظُرُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى رَاحِلَتِهٖ ، وَاَبُوْ بَكْرٍ رِدْفُهٗ وَمَلَاُ بَنِى النَّجَّارِ حَوْلَهٗ حَتّٰى اَلْقٰى بِفِنَاءِ اَبِىْ اَيُّوْبَ ، قَالَ فَكَانَ يُصَلِّى حَيْثُ اَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ وَيُصَلِّىْ فِىْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، قَالَ ثُمَّ اِنَّهٗ اَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَاَرْسَلَ اِلٰى مَلَاءِ بَنِى النَّجَّارِ ، فَجَاؤُا فَقَالَ يَابَنِىْ النَّجَّارِ ثَامِنُوْنِىْ حَائِطَكُمْ هٰذَا : فَقَالُوْا لَا وَاللّٰهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهٗ اِلَّا اِلَى اللّٰهِ قَالَ فَكَانَ فِيْهِ مَا اَقُوْلُ لَكُمْ كَانَتْ فِيْهِ قُبُوْرُ الْمُشْرِكِيْنَ وَكَانَتْ فِيْهِ خِرَبٌ وَكَانَ فِيْهِ نَخْلٌ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِقُبُوْرِ الْمُشْرِكِيْنَ فَنُبِشَتْ وَبِالْخِرَبِ فَسُوِّيَتْ وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ قَالَ فَصَفُّوْا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ قَالَ وَجَعَلُوْا عِضَادَتَيْهِ حِجَارَةً قَالَ جَعَلُوْا يَنْقُلُوْنَ ذَاكَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُوْنَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَعَهُمْ يَقُوْلُوْنَ اللّٰهُمَّ اِنَّهٗ لَا

banglainternet.com

خَيْرَ اِلاَّ خَيْرُ الْاٰخِرَةْ ، فَانْصُرِ الْاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةْ -

৩৬৪৮ মুসাদ্দাদ ও ইসহাক ইব্‌ন মানসুর (র) .... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদীনায় আগমন করেন তখন মদীনার উঁচু এলাকার 'আমর ইব্‌ন 'আউফ গোত্রে অবস্থান করলেন। আনাস (রা) বলেন, সেখানে তিনি চৌদ্দ দিন অবস্থান করেন। এরপর তিনি বানু নাজ্জারের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিকট সংবাদ পাঠালেন। তারা সকলেই তরবারী ঝুলিয়ে উপস্থিত হলেন। আনাস (রা) বলেন, সেই দৃশ্য এখনো যেন আমি দেখতে পাচ্ছি। রাসূল ﷺ এবং আবূ বাকর (রা) তাঁর পিছনে উপবিষ্ট রয়েছেন, আর বনু নাজ্জারের প্রধানগণ রয়েছেন তাদের পার্শ্বে। অবশেষে আবূ আইউব (রা) -এর বাড়ীর চত্বরে উটটি বসে পড়ল। রাবী বলেন, ঐ সময় রাসূল ﷺ যেখানেই সালাতের সময় হত সেখানেই সালাত আদায় করে নিতেন। এবং তিনি কোন কোন সময় ছাগল-ভেড়ার খোঁয়াড়েও সালাত আদায় করতেন। রাবী বলেন, তারপর তিনি মসজিদ নির্মাণের আদেশ দিলেন। তিনি বনী নাজ্জারের নেতাদের ডাকলেন এবং তারা এলে তিনি বললেন, তোমাদের এ বাগানটি আমার নিকট বিক্রি করে দাও। তারা বলল, আল্লাহ্‌র কসম, আমরা বিক্রি করব না। আল্লাহর কসম-এর বিনিময় আল্লাহর নিকটই চাই। রাবী বলেন এই স্থানে তখন ছিল মুশরিকদের পুরাতন কবর, বাড়ী ঘরের কিছু ভগ্নাবশেষ কয়েকটি খেজুরের গাছ। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদেশে মুশরিকদের কবরগুলি নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হল। ভগ্নাবশেষ সমতল করা হল, খেজুর গাছগুলি কেটে ফেলা হল। রাবী বলে, কর্তিত খেজুর গাছের কান্ডগুলি মসজিদের কেবলার দিকে এর খুঁটি হিসাবে এক লাইনে স্থাপন করা হল এবং খুঁটির ফাঁকা স্থানে রাখা হল পাথর। তখন সাহাবায়ে কেরাম পাথর বহন করে আনছিলেন এবং ছন্দ যুক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করছিলেন ঃ আর রাসূল ﷺ তখন তাদের সঙ্গে ছিলেন এবং বলছেন, হে আল্লাহ্‌ ! প্রকৃত কল্যাণ একমাত্র আখিরাতের কল্যাণই। হে আল্লাহ্‌ ! তুমি মুহাজির ও আনসারদের সাহায্য কর।

٢١٥٦. بَابُ اِقَامَةِ الْمُهَاجِرِ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ

২১৫৬. পরিচ্ছেদ ঃ হজ্জ আদায়ের পর মুহাজিরগণের মক্কায় অবস্থান

٣٦٤٩ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ يَسْأَلُ السَّائِبَ ابْنَ اُخْتِ النَّمِرِ مَا سَمِعْتَ فِىْ سُكْنٰى مَكَّةَ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلاَءَ بْنَ الْحَضْرَمِىَّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثٌ لِلْمُهَاجِرِ بَعْدَ الصَّدَرِ -

banglainternet.com

৩৬৪৯ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন হামযা (র) .... 'উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) হতে বর্ণিত। তিনি সাইব ইব্‌ন উখতে নাম্‌র (রা) কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি (মুহাজিরদের হজ্জ সম্পাদনান্তে) মক্কায় অবস্থান সম্পর্কে

কি শুনেছেন? তিনি বললেন, আমি 'আলা ইবনুল হাযরামী (রা)-এর নিকট শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুহাজিরদের জন্য তাওয়াফে সদর আদায় করার পর তিন দিন মক্কায় অবস্থান করার অনুমতি রয়েছে।

٢١٥٧. بَابٌ

২১৫৭. পরিচ্ছেদ ঃ

٣٦٥٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ مَا عَدُّوْا مِنْ مَبْعَثِ النَّبِيِّ ﷺ وَلاَمِنْ وَفَاتِهِ مَاعَدُّوْا اِلاَّ مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِيْنَةَ -

৩৬৫০ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র) ..... সাহল ইব্ন সা'দ (রা) বর্ণনা করেন, লোকেরা বছর গণনা নবী করীম ﷺ-এর নবুয়াত লাভের দিন থেকে করে নি এবং তাঁর ওফাত দিবস থেকেও করে নি বরং তাঁর মদীনায় হিজরত থেকে বছর গণনা করা হয়েছে।

٣٦٥١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ هَاجَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَفُرِضَتْ اَرْبَعًا وَتُرِكَتْ صَلاَةُ السَّفَرِ عَلَى الْاُوْلٰى * تَبِعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ -

৩৬৫১ মুসাদ্দাদ (র) ..... 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রথম অবস্থায় দু' দু' রাক'আত করে সালাত ফরয করা হয়েছিল। অতঃপর নবী করীম ﷺ যখন হিজরত করলেন, ঐ সময় সালাত চার রাক'আত করে দেয়া হয়। এবং সফর কালে পূর্বাবস্থায় অর্থাৎ দু' রাক'আত বহাল রাখা হয়। আব্দুর রাজ্জাক (র) মা'মর সূত্রে রেওয়ায়াত বর্ণনায় যাদীদ ইব্ন যুবায়-এর অনুসরণ করেছেন।

٢١٥٨. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ اَللّٰهُمَّ اَمْضِ لاَِصْحَابِيْ هِجْرَتَهُمْ وَمَرْثِيَتِهِ لِمَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ

banglainternet.com

২১৫৮. পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম ﷺ-এর উক্তি, হে আল্লাহ ! আমার সাহাবাদের হিজরতকে বহাল রাখুন এবং মক্কায় মৃত সাহাবীদের জন্য শোক প্রকাশ

٣٦٥٢ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزْعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ عَادَنِى النَّبِىُّ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَعْنِىْ مِنْ مَرَضٍ اَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى مَوْتٍ ، فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بَلَغَ بِىْ مِنَ الْوَجَعِ مَاتَرٰى وَاَنَا ذُوْ مَالٍ وَلَايَرِثُنِىْ اِلاَّ ابْنَةٌ لِىْ وَاحِدَةٌ اَفَا تَصَدَّقُ بِثُلُثَىْ مَالِىْ؟ قَالَ لاَ قَالَ فَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ: قَالَ الثُّلُثُ يَاسَعْدُ، وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ اِنَّكَ اَنْ تَذَرَ ذُرِّيَّتَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِّنْ اَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ ، قَالَ اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ اَنْ تَذَرَ ذُرِّيَّتَكَ وَلَسْتَ بِنَافِقٍ نَفَقَةً تَبْتَغِىْ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ اِلاَّ اَجَرَكَ اللّٰهُ بِهَا حَتّٰى اللُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِى فِى امْرَأَتِكَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اُخَلَّفُ بَعْدَ اَصْحَابِىْ قَالَ اِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلاً تَبْتَغِىْ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ اِلاَّ ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتّٰى يَنْتَفِعَ بِكَ اَقْوَامٌ وَيُضَرَّبِكَ اٰخَرُوْنَ ، اَللّٰهُمَّ امْضِ لِاَصْحَابِىْ هِجْرَتَهُمْ وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلٰى اَعْقَابِهِمْ لٰكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْثِىْ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُتَوَفّٰى بِمَكَّةَ وَقَالَ اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ وَمُوْسٰى عَنْ اِبْرَاهِيْمَ اَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ –

৩৬৫২ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন কায'আ (র) ..... সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) বলেন, বিদায় হজ্জের বছর আমি মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর নিকটবর্তী হয়ে পড়ি তখন রাসূল ﷺ আমাকে দেখতে আসেন। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমার রোগ কি পর্যায় পৌছেছে তা আপনি দেখতে পাচ্ছেন। আমি একজন বিত্তবান লোক। আমার ওয়ারিশ হচ্ছে একটি মাত্র কন্যা। আমি আমার সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ আল্লাহ্র রাস্তায় সাদকা করে দিব ? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তবে কি অর্ধেক ? তিনি বললেন, হে সা'দ, এক তৃতীয়াংশ দান কর। এ তৃতীয়াংশই অনেক বেশী। তুমি তোমার সন্তান-সন্ততিদেরকে বিত্তবান রেখে যাও ইহাই উত্তম, এর চাইতে যে তুমি তাদেরকে নিঃস্ব রেখে গেলে যে তারা অন্যের নিকট হাত পেতে ভিক্ষা করে। আহ্মদ ইব্ন ইউসুফ (র) ..... ইব্রাহীম (র) থেকে

banglainternet.com

একথাগুলোও বর্ণনা করেছেন। তুমি তোমার উত্তরাধিকারীদের সম্পদশালী রেখে যাবে আর তুমি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য যা কিছু ব্যয় করবে, আল্লাহ্ তার প্রতিদান তোমাকে দেবে। তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যে লোকমাটি তুলে দিবে এর প্রতিদানও আল্লাহ্ তোমাকে দেবে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি কি আমার সাথী সঙ্গীদের থেকে পিছনে পড়ে থাকব ? তিনি বললেন, তুমি কখনই পিছনে পড়ে থাকবে না আর এ অবস্থায় আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তুমি যে কোন নেক 'আমল করবে তাহলে তোমার সম্মান ও মর্যাদা আরো বেড়ে যাবে। সম্ভবতঃ তুমি পিছনে থেকে যাবে এবং এর ফলে তোমার দ্বারা অনেক মানুষ উপকৃত এবং অনেক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হে আল্লাহ ! আমার সাহাবীদের হিজরতকে অক্ষুণ্ন রাখুন। তাদেরকে পশ্চাৎমুখী করে ফিরিয়ে নিবেন না। কিন্তু অভাবগ্রস্থ সা'দ ইব্‌ন খাওলার মক্কায় মৃত্যুর কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন। আহমদ ইব্‌ন ইউনুস (র) ও মূসা (র) ইব্রাহীম সূত্রে বর্ণনা করেছেন, اَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ তোমার উত্তরাধিকারীদের রেখে যাওয়া ...।

٢١٥٩٦. بَابُ كَيْفَ اٰخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ اَصْحَابِهٖ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ اٰخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنِيْ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ وَقَالَ اَبُوْ جُحَيْفَةَ اٰخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ سَلْمَانَ وَاَبِي الدَّرْدَاءِ

২১৫৯. পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম ﷺ কিভাবে তাঁর সাহাবীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করলেন। আবদুর রাহমান ইব্‌ন 'আউফ (রা) বলেন, আমরা যখন মদীনা এলাম তখন আমার ও সা'দ ইব্‌ন রাবীর মধ্যে নবী ﷺ ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দেন এবং আবূ জুহায়ফা (রা) বলেন, সালমান ও আবুদ্ দারদা (রা)-এর মধ্যে নবী ﷺ ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দিয়েছিলেন

٣٦٥٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ الْمَدِيْنَةَ فَاٰخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ الْاَنْصَارِيِّ فَعَرَضَ عَلَيْهِ اَنْ يُنَاصِفَهُ اَهْلَهُ وَمَالَهُ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِيْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ دُلَّنِيْ عَلَى السُّوْقِ فَرَبِحَ شَيْئًا مِنْ اَقِطٍ وَسَمْنٍ فَرَاٰهُ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ اَيَّامٍ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَهْيَمْ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ

banglainternet.com

، قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْاَنْصَارِ، قَالَ فَمَاسُقْتَ فِيْهَا قَالَ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ –

৩৬৫৩ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আবদুর রাহমান ইব্ন 'আউফ (রা) যখন মদীনায় আগমন করলেন, তখন নবী করীম ﷺ তাঁর ও সা'দ ইব্ন রাবী' আনসারী (রা)-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দিলেন। সা'দ (রা) তার সম্পত্তি ভাগ করে অর্ধেক সম্পত্তি এবং দু'জন স্ত্রীর যে কোন একজন নিয়ে যাওয়ার জন্য আবদুর রাহমানকে অনুরোধ করলেন। তিনি উত্তরে বললেন, আল্লাহ্ আপনার পরিবারবর্গ ও ধন-সম্পদে বরকত দান করুন। আমাকে স্থানীয় বাজারের রাস্তাটি দেখিয়ে দিন। তিনি (বাজারে গিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করলেন এবং) মুনাফা স্বরূপ কিছু ঘি ও পনীর লাভ করলেন। কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পরে নবী করীম ﷺ -এর সঙ্গে তার সাক্ষাত হল। তিনি ﷺ তখন তার গায়ে ও কাপড়ে হলুদ রং-এর চিহ্ন দেখতে পেয়ে বললেন, হে আবদুর রাহমান, ব্যাপার কি! তিনি বললেন, আমি একজন আনসারী মহিলাকে বিবাহ করেছি। নবী করীম ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তাকে কি পরিমাণ মোহর দিয়েছ? তিনি বললেন, তাকে নাওয়াত (খেজুর বিচি) পরিমাণ স্বর্ণ দিয়েছি। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, একটি বকরী দিয়ে হলেও ওয়ালীমা করে নাও।

٢١٦٠. بَابٌ

২১৬০. পরিচ্ছেদ ঃ

٣٦٥٤ حَدَّثَنِيْ حَامِدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسٌ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَلَامٍ بَلَغَهُ مَقْدَمُ النَّبِيِّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ فَأَتَاهُ يَسْأَلُهُ عَنْ اَشْيَاءَ فَقَالَ اِنِّيْ سَائِلُكَ عَنْ ثَلَاثٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ اِلَّا نَبِيٌّ ، مَا اَوَّلُ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ وَمَا اَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ اَهْلُ الْجَنَّةِ وَمَا بَالُ الْوَلَدِ يَنْزِعُ اِلَى اَبِيْهِ اَوْ اِلَى اُمِّهِ ، قَالَ اَخْبَرَنِيْ بِهِ جِبْرِيْلُ اٰنِفًا قَالَ ابْنُ سَلَامٍ ذٰلِكَ عَدُوُّ الْيَهُوْدِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ، قَالَ اَمَّا اَوَّلُ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُهُمْ مِنَ الْمَشْرِقِ اِلَى الْمَغْرِبِ وَاَمَّا اَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ اَهْلُ الْجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِ الْحُوْتِ ، وَاَمَّا الْوَلَدُ فَاِذَا سَبَقَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْاَةِ

banglainternet.com

نَزَعَ الْوَلَدَ وَاِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ مَاءَ الرَّجُلِ نَزَعَتِ الْوَلَدَ قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰــهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ، قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الْيَهُوْدَ قَوْمٌ بُهْتٌ ، فَسَاَلْهُمْ عَنِّيْ قَبْلَ اَنْ يَّعْلَمُوْا بِاِسْلاَمِيْ ، فَجَاءَتِ الْيَهُوْدُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَيُّ رَجُلٍ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ فِيْكُمْ ؟ قَالُوْا خَيْرُنَا وَابْنُ خَيْرِنَا وَاَفْضَلُنَا وَابْنُ اَفْضَلِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَسْلَمَ عَبْدُاللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ قَالُوْا عَاذَهُ اللّٰهُ مِنْ ذٰلِكَ فَاَعَادَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوْا مِثْلَ ذٰلِكَ فَخَرَجَ اِلَيْهِمْ عَبْدُ اللّٰهِ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالُوْا شَرُّنَا وَابْنُ شَرِّنَا وَتَنَقَّصُوْهُ قَالَ هٰذَا كُنْتُ اَخَافُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ –

৩৬৫৪ হামীদ ইব্ন 'উমর (র) ..... আনাস (রা) বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা)-এর নিকট নবী করীম ﷺ-এর মদীনায় আগমনের সংবাদ পৌঁছলে তিনি এসে তাঁকে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। তিনি বললেন, আমি আপনাকে তিনটি প্রশ্ন করছি। এগুলোর সঠিক উত্তর নবী ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। (১) কিয়ামতের সর্বপ্রথম 'আলামত ও লক্ষণ কি ? (২) জান্নাতবাসীদের সর্বপ্রথম আহার্য কি ? (৩) কি কারণে সন্তান আকৃতিতে কখনও পিতার অনুরূপ কখনো বা মায়ের অনুরূপ হয় ? নবী করীম ﷺ বললেন, এবিষয়গুলি সম্পর্কে এই মাত্র জিব্‌রাঈল (আ) আমাকে জানিয়ে গেলেন। আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) একথা শুনে বললেন, তিনিই ফিরিশ্‌তাদের মধ্যে ইয়াহূদীদের শত্রু। নবী করীম ﷺ বললেন, (১) কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার সর্ব প্রথম লক্ষণ হল লেলীহান আগুন যা মানুষকে পূর্বদিক থেকে পশ্চিম দিকে ধাওয়া করে নিয়ে যাবে এবং সবাইকে সমবেত করবে। (২) সর্বপ্রথম আহার্য যা জান্নাতবাসী ভক্ষণ করবে তা হল মাছের কলীজার অতিরিক্ত অংশ (৩) যদি নারীর আগে পুরুষের বীর্যপাত ঘটে তবে সন্তান পিতার অনুরূপ হয় আর যদি পুরুষের আগে নারীর বীর্যপাত ঘটে তবে সন্তান মায়ের অনুরূপ হয়। 'আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মাবূদ নেই এবং নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসূল। ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইয়াহূদীগণ এমন একটি সম্প্রদায় যারা অন্যের কুৎসা রটনায় অত্যন্ত পটু। আমার ইসলাম গ্রহণ প্রকাশ হওয়ার পূর্বে আমার অবস্থা সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন। নবী করীম ﷺ তাদেরকে ডাকলেন, তারা হাযির হল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মাঝে 'আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম কেমন লোক ? তারা বলল, তিনি আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি এবং সর্বোত্তম ব্যক্তির পুত্র। তিনি আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির পুত্র। নবী করীম ﷺ বললেন, আচ্ছা বলত, যদি

banglainternet.com

'আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম ইসলাম গ্রহণ করে তবে কেমন হবে ? তোমরা তখন কি করবে ? তারা বলল, আল্লাহ্ তাকে একাজ থেকে রক্ষা করুন। নবী করীম ﷺ আবার একথাটি বললেন, তারাও পূর্বরূপ উত্তর দিল। তখন 'আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম বেরিয়ে আসলেন, এবং বললেন, اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ইহা শুনে ইয়াহূদীগণ বলতে লাগল, সে আমাদের মধ্যে মন্দ লোক এবং মন্দ লোকের ছেলে। অতঃপর তারা তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে আরো অনেক কথাবার্তা বলল। 'আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি ইহাই আশংকা করেছিলাম।

٣٦٥٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ اَبَا الْمِنْهَالِ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ مُطْعِمٍ قَالَ بَاعَ شَرِيْكٌ لِيْ دَرَاهِمَ فِي السُّوْقِ نَسِيْئَةً ، فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللّٰهِ اَيَصْلُحُ هٰذَا فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ لَقَدْ بِعْتُهَا فِي السُّوْقِ ، فَمَا عَابَهُ اَحَدٌ فَسَاَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَنَحْنُ نَتَبَايَعُ هٰذَا الْبَيْعَ ، فَقَالَ مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَمَا كَانَ نَسِيْئَةً فَلاَ يَصْلُحُ ، وَاْتِ زَيْدَ بْنَ اَرْقَمَ فَسَلْهُ فَاِنَّهُ كَانَ اَعْظَمَنَا تِجَارَةً فَسَاَلْتُ زَيْدَ بْنَ اَرْقَمَ فَقَالَ مِثْلَهُ * وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً فَقَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَنَحْنُ نَتَبَايَعُ وَقَالَ نَسِيْئَةً اِلَى الْمَوْسِمِ اَوِ الْحَجِّ -

৩৬৫৫ 'আলী ইব্ন 'আবদুল্লাহ (র) .....'আবদুর রাহমান ইব্ন মুত্'ঈম (রা) বলেন, আমার ব্যবসায়ের একজন অংশীদার কিছু দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) বাজারে নিয়ে বাকীতে বিক্রি করে। আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ। এরূপ ক্রয়-বিক্রয় কি জায়িয ? তিনিও বললেন, সুবহানাল্লাহ ! আল্লাহ্র কসম, আমি ইহা খোলা বাজারে বিক্রি করেছি তাতে কেউ ত আপত্তি করেন নি। এরপর আমি বারা' ইব্ন 'আযিব (রা) কে জিজ্ঞাসা করলাম তিনি বললেন, নবী করীম ﷺ যখন মদীনায় আগমন করেন তখন আমরা এরূপ বাকীতে ক্রয়-বিক্রয় করতাম; তখন তিনি বললেন যদি নগদ হয় তবে তাতে কোন বাঁধা নেই। আর যদি ধারে হয় তবে জায়িয হবে না। তুমি যায়েদ ইব্ন আরকাম (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে জিজ্ঞাসা করে নাও। কেননা তিনি আমাদের মধ্যে একজন বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। এরপর আমি যায়েদ ইব্ন আরকামকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনিও অনুরূপ বললেন। সুফিয়ান (র) রাবী হাদীসটি কখনও এরূপ বর্ণনা করেন নবী ﷺ যখন মদীনায় আমাদের নিকট আসেন, তখন আমরা হজ্জের মৌসুম পর্যন্ত মিয়াদে বাকীতে ক্রয়-বিক্রয় করতাম।

banglainternet.com

٢١٦١. بَابُ اِتْيَانِ الْيَهُوْدِ النَّبِيَّ ﷺ حِيْنَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ * هَادُوْا صَارُوْا يَهُوْدًا وَاَمَّا قَوْلُهُ هُدْنَا تُبْنَا هَائِدٌ تَائِبٌ

২১৬১. পরিচ্ছেদ ঃ নবী করীম ﷺ -এর মদীনায় আগমনের পর তাঁর খেদমতে ইয়াহূদীদের উপস্থিতি। هَادُوْا অর্থ ইয়াহূদী হয়ে গেছে। هُدْنَا অর্থ আমরা তাওবা করেছি। هَائِدٌ অর্থ তাওবাকারী

٣٦٥٦ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْ اٰمَنَ بِيْ عَشَرَةٌ مِنَ الْيَهُوْدِ لاٰمَنَ بِيَ الْيَهُوْدُ –

৩৬৫৬ মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যদি আমার উপর দশজন ইয়াহূদী ঈমান আনত তবে সমগ্র ইয়াহূদী সম্প্রদায়ই ঈমান গ্রহণ করত।

٣٦٥٧ حَدَّثَنِيْ اَحْمَدُ اَوْ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْغُدَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ اُسَامَةَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عُمَيْسٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَاِذَا اُنَاسٌ مِنَ الْيَهُوْدِ يُعَظِّمُوْنَ عَاشُوْرَاءَ وَيَصُوْمُوْنَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ نَحْنُ اَحَقُّ بِصَوْمِهِ فَاَمَرَ بِصَوْمِهِ –

৩৬৫৭ আহ্মদ অথবা মুহাম্মদ ইব্ন 'উবায়দুল্লাহ আল-গুদানী (র) ..... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন মদীনায় আগমন করলেন, তখন ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের কিছু লোক আশুরা দিবসকে অত্যন্ত সম্মান করত এবং সেদিন তারা সাওম পালন করত। এতে নবী করীম ﷺ বললেন, ইয়াহূদীদের অপেক্ষা ঐ দিন সাওম পালন করার আমরা অধিক হকদার। তারপর তিনি সকলকে সাওম পালন করার আদেশ দিলেন।

banglainternet.com

٣٦٥٨ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَبُوْ بِشْرٍ عَنْ

سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَجَدَ الْيَهُوْدَ يَصُوْمُوْنَ عَاشُوْرَاءَ فَسُئِلُوْا عَنْ ذٰلِكَ ، فَقَالُوْا هٰذَا الْيَوْمُ الَّذِيْ اَظْهَرَ اللّٰهُ فِيْهِ مُوْسٰى وَبَنِيْ اِسْرَائِيْلَ عَلٰى فِرْعَوْنَ وَنَحْنُ نَصُوْمُهُ تَعْظِيْمًا لَهُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَحْنُ اَوْلٰى بِمُوْسٰى مِنْكُمْ ثُمَّ اَمَرَ بِصَوْمِهِ –

৩৬৫৮ যিয়াদ ইব্‌ন আইয়ুব (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ যখন মদীনায় আগমন করেন তখন দেখতে পেলেন ইয়াহূদীগণ 'আশুরা দিবসে সাওম পালন করে। তাদেরকে সাওম পালনের কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তারা বলল, এদিনই আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ) ও বনী ইসরাঈলকে ফিরাউনের উপর বিজয় দান করেছিলেন। তাই আমরা ঐ দিনের সম্মানার্থে সাওম পালন করে থাকি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের চাইতে আমরা মূসা (আ)-এর অধিক নিকটবর্তী। এরপর তিনি সাওম পালনের আদেশ দেন।

٣٦٥٩ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَسْدِلُ شَعْرَهُ وَكَانَ الْمُشْرِكُوْنَ يَفْرُقُوْنَ رُؤُسَهُمْ وَكَانَ اَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُوْنَ رُؤُسَهُمْ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ اَهْلِ الْكِتَابِ فِيْمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيْهِ بِشَيْءٍ ثُمَّ فَرَقَ النَّبِيُّ ﷺ رَأْسَهُ –

৩৬৫৯ 'আবদান (র) ..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ চুলে সিঁথি না কেটে সোজা পিছনের দিকে ছেড়ে দিতেন। আর মুশরিকগণ তাদের চুলে সিঁথি কাটত। আহলে কিতাব সিঁথি কাটত না। নবী করীম ﷺ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোন আদেশ না আসা পর্যন্ত আহলে কিতাবের অনুকরণকে পছন্দ করতেন। তারপর (আদেশ আসলে) তাঁর মাথায় সিঁথি কাটলেন।

banglainternet.com

٣٦٦٠ حَدَّثَنِيْ زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ هُمْ اَهْلُ

الْكِتَابِ جَزَّؤُهُ اَجْزَاءً فَاٰمَنُوْا بِبَعْضِهِ وَكَفَرُوْا بِبَعْضِهِ –

৩৬৬০ যিয়াদ ইব্‌ন আইয়ুব (র) ..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এরাই তো সেই আহলে কিতাব যারা (তাওরাত ও কুরআনকে) ভাগাভাগি করে ফেলেছে, কিছু অংশের উপর ঈমান এনেছে এবং কিছু অংশকে অস্বীকার করেছে।

٢١٦٢. بَابُ اِسْلاَمُ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

২১৬২. পরিচ্ছেদ ঃ সালমান ফারসী (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ

٣٦٦١ حَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ اَبِيْ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ اَنَّهُ تَدَاوَلَهُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ رَبٍّ اِلٰى رَبٍّ –

৩৬৬১ হাসান ইব্‌ন 'উমর ইব্‌ন শাকীক (র) ..... সালমান ফারসী (রা) থেকে বর্ণিত, আমি (অন্যায় ভাবে) দশজনের অধিক মালিকের হাত বদল হয়েছি।

٣٦٦٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ الْبَيْكَنْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَوْفٍ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَلْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ اَنَا مِنْ رَامَ هُرْمُزَ –

৩৬৬২ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র) ..... আবূ 'উসমান (রা) বলেন, আমি সালমান (রা)-কে বলতে শুনেছি ; তিনি বলেন, আমি (পারস্যের) রাম হুরমুয শহরের অধিবাসী।

٣٦٦٣ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمِ نِ الْاَحْوَلِ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ فَتْرَةٌ بَيْنَ عِيْسٰى وَمُحَمَّدٍ ﷺ سِتُّمِائَةِ سَنَةٍ –

৩৬৬৩ হাসান ইব্‌ন মুদরিক (র) ..... সালমান ফারসী (রা) বলেন, 'ঈসা এবং মুহাম্মদ ﷺ -এর আগমনের মধ্যে ছয়শ' বছরের ব্যবধান ছিল।

banglainternet.com

সমাপ্ত (আম্বিয়া কিতাব)

find more @ banglainternet.com